IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

শেরশাবাদিয়াদের আদি বাসভূমি সরসাবাদ: মুঘল আমলের ইতিহাস

ড. মহ. আবদুল অহাব
এসোসিয়েট প্রফেসর,
ইংরেজি বিভাগ, সামসী কলেজ, মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Dr. Md. Abdul Wahab
Associate Professor of English
Samsi College (Under the University of Gour Banga)
Malda, West Bengal, India-732101

Abstract: The researcher has focussed new light on the history of the originary land of the Shershabadia Community living in the adjoining districts of West Bengal, Bihar and Jharkhand. The name of this land, Sarsabad alias Shershabad, has been written in different alternative spellings bearing different ideas. The author attempts to historicise the issues concerning the Shershabadia community from the geographical and linguistic perspectives with reference to the Mughal and British history.

Index Terms: ***Shershabadia, Sarsabad, Shershabad, Sersabad, Ain-i-Akbari, Baharistan-I-Ghaybi***

'শেরশাবাদিয়া' জনজাতি মূলত্ব বাঙলা, বিহার ও ঝাড়খণ্ডের অধিবাসী। বাঙলা-বিহার-ঝাড়খণ্ডের মিলন মোহনায় একদা যে 'সরসাবাদ' নামক আর্থ-ভৌগলিক ও প্রশাসনিক স্থানাঞ্চল গড়ে উঠে, সেই ভুখণ্ডের ভূমিপুত্রগণ এবং তাদের প্রজন্মরাই সরসাবাদিয়া বা শেরশাবাদিয়া তথা শেরশাবাদী। গঙ্গা-মহানন্দার দোয়াব অঞ্চল (গৌড়-অঞ্চল), গঙ্গার দক্ষিণ-পশ্চিম সংলগ্ন এলাকা (উত্তর-পূর্ব রাঢ় তথা বাগরি অঞ্চলের উত্তরাংশ) এবং মহানন্দার পূর্বে স্থিত বরিন্দ বা বরেন্দ্র অঞ্চলের দক্ষিণাংশ – এই বিস্তীর্ণ নদী-মাতৃক, উর্বর মৃত্তিকাযুক্ত এবং সুস্বাস্থ্যকর প্রকৃতিযুক্ত ভূখণ্ডে অবস্থিত ছিল সরসাবাদ তথা শেরশাবাদ স্থানাঞ্চল।

১. *আঈনী আকবরী*: সরসাবাদ (Sarsabad)-এর সূত্র আলোচনা:

শেরশাবাদিয়া জনগোষ্ঠীর উৎস স্থানের আধুনিক নাম 'শেরশাবাদ' যার আদিরূপ আরবী-ফার্সি হরফে سرساباد (Sarsabad); এর প্রথম বর্ণনা আমরা পাই (এ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুসারে) মুঘল যুগের গ্রন্থে অর্থাৎ সম্রাট আকবরের প্রধান মন্ত্রী ও উপদেষ্টা আবুল ফজলের লেখা *আঈনী আকবারী* গ্রন্থে।[১] ঐতিহাসিক ইরফান হাবিবের গবেষণা অনুসারে, আবুল ফজলের *আঈনী আকবারী* গ্রন্থটি লিখতে সাত বছর (১৫৯১-৯৮) সময় লেগেছিল এবং এর চূড়ান্ত ড্রাফটি হয় ১৫৯৮ সালে (*এটলাস*, 'ভূমিকা' পৃ. ix)।[২]

বলা বাহুল্য, কোলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা কলেজের তৎকালীন এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এচ. ব্লকম্যানের সম্পাদনায় উক্ত আঈনী আকবারীর যে মূল প্রামাণ্য পার্শী গ্রন্থটি মুদ্রণাকারে ১৮৬৬-৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল, তার সঙ্গে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত দুটি মূল পাণ্ডুলিপি ('two very accurate early MSS') মিলিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন ইরফান হাবিব (*এটলাস*, পৃষ্ঠা ৭৩)।[৩] 'سرساباد'-এর উচ্চারণ 'Sarsabad (সরসাবাদ/ সরসাৰাদ)' করেছেন আঈনী আকবারীর একজন ইংরেজী অনুবাদক এচ. এস. জারেট (পৃ. ১৩১)।[৪] আঈনী আকবরী সম্পর্কিত একটি নোটে বিখ্যাত ইন্দো-ইরানিয়ান ভাষাবিদ ও ব্যকরণবিদ জন বীমসও মূল শব্দটিকে "Sarsabad" (সরসাবাদ/ সরসাৰাদ) উল্লেখ করেছেন (পৃ. ১১৩) ।[৫] বলা বাহুল্য, ব্রিটিশদের ভারত ত্যাগের পর, উপরোক্ত এচ. এস. জারেট কর্তৃক অনুদিত আঈনী আকবারীর ইংরেজী অনুবাদটিকে নতুন করে টিপ্পনীসহ (annoted) সম্পাদনা করেন ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার যার মধ্যেও 'سرساباد'-এর উচ্চারণ 'Sarsabad' (সরসাবাদ/ সরসাৰাদ) রয়েছে (পৃষ্ঠা ১৪৪)।[৬]

২. *বাহারিস্তান-ই-গায়বী*: সরসাবাদ (Sarsabad)-এর সূত্র আলোচনা:

ইরফান হাবিব আঈনী আকবরীর মূল পার্শী পাণ্ডুলিপির রিফারেন্সে স্থান-নামটিকে ইংরেজীতে Sarasabad (স-রসাবাদ/ স-রসাৱাদ) প্রকাশ বা উচ্চারণ করেছেন তাঁর *এটলাস*-এর নোটে: "Sersabad (24+, 88+) is written **Sarasabad** in the *Ain*, Cf. *Baharistan-i Ghaibi*, tr. I. 218" (পৃষ্ঠা ৪৩)।[৭] এই শব্দটি শুধু আঈনী আকবরীতে নয়, পরবর্তীতে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় বঙ্গ-প্রদেশে নিয়োজিত একজন সেনাপতি আলাউদ্দিন ইস্পাহানী ওরফে মির্জা নাথান রচিত পার্শী ইতিহাস গ্রন্থ *বাহারিস্তান-ই-গায়বী*-এর মধ্যেও রয়েছে একই শব্দ ('سرساباد') যার উল্লেখ এখানে করেছেন ইরফান হাবিব (*এটলাস*, পৃষ্ঠা ৪৩)।[৮] মির্জা নাথান বাংলা ও তৎসংলগ্ন এলাকার ইতহাসকে নিজস্য অভিজ্ঞতার নিরিখে প্রকাশ করেছেন।

ফ্রান্সের প্যারিসে অবস্থিত ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত *বাহারিস্তান-ই-গায়বী*-এর পাণ্ডুলিপিটি ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকারের নজরে পড়লে তার একটি ফটোকপি আনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যাল। এর ইংরেজী অনুবাদ করেছেন তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. এম. ইসলাম বোরাহ (১৯৩৮) যিনিও 'سرساباد' স্থান-নামটির উচ্চারণ লিখেছেন Sarsabad বা সরসাবাদ/সরসাৱাদ (পৃ. ২১৮)।[৯] *বাহারিস্তান-ই-গায়বী*-এর উক্ত পাণ্ডুলিপির কপি (microfilm) যে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালের ইতিহাস বিভাগে রয়েছে তারও উল্লেখ করছেন ইরফান হাবিব তাঁর মুঘল *এটলাস*-এর বিবলিওগ্রাফিতে (পৃ. ৭৪)।[১০]

এম. ইসলাম বোরাহর অনুবাদিত *বাহারিস্তান-ই-গায়বী*-এর ইংরেজী তর্জমা হতে 'সরসাবাদ' মহাল/পরগণার ঐতিহাসিক ঘটনাটির শুরুর কথাটি (পৃ. ২১৮) এখানে উদ্‌ধৃত করলাম:

> **Husayn Beg's boat burnt at Sarsabad**.
> At this time Mirza Husayn Beg, the Diwan arrived at Patna from the imperial Court, and from Patna he started for Jahangirnagar alias Dhaka by boat. In short, when he arrived at the pargana of **Sarsabad** opposite Gawr, it happened that one of his eunuchs began to smoke tobacco in the *Mahalgiri* boat where the Mirza was staying with his children, and sparks of fire fell upon the baskets of the bottles of rose water. [১১]

৩. 'سرساباد' (Sarsabad'/ সরসাবাদ/ সরসাৱাদ) স্থাননামের অর্থ:

ইরফান হাবিবের পাঠকৃত 'Sarasabad' ('স-রসাবাদ') নাম-বানানটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ এবং অর্থবাহী। শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ করলে হয় "সরস + আবাদ = সরসাবাদ"। 'সরস' মানে রসপূর্ণ বা জলপূর্ণ। 'সরসবান' (সরস্বান) মানে সরোবর, নদ এবং সাগর।[১২] আবার একই কারণে 'সরসবতী' (সরস্বতী) শব্দের একটি অর্থ নদী।[১৩] পুকুর, ডোবা, খালবিল, নদী-নালা ইত্যাদি 'সরস'-এর অন্তর্ভূক্ত। মুঘলামলের জাওয়ার-ই-সরসাবাদ গঙ্গা-ফুলহার-পাগলা-ভাগীরথী-পদ্মা দ্বারা এবং তাদের শাখা-প্রশাখাগুলি দ্বারা বিধৌত ও রসপূর্ণ। সেই কারণে এই অঞ্চলের মাটি উর্বর। এই সরস আবাদ-ভূমি বুঝাতেই সম্ভবত মূল জায়গাটির নাম হয়ে ওঠে 'সরসাবাদ'। দেশীয় সংস্কৃত শব্দ 'সরস' এবং পার্শী শব্দ 'আবাদ'-এর এই সন্ধি অস্বাভাবিক নয়। কারণ, মালদহ জেলার 'সিংহাবাদ' এবং 'ইংরেজাবাদ' (বর্তমান নাম 'ইংরেজবাজার') কিম্বা অন্যত্র 'ব্রাহ্মনাবাদ' ইত্যাদি 'আবাদ'-যুক্ত শব্দগুলি এই জাতীয় সন্ধি ও সমাসবদ্ধ পদের উদাহরণ।[১৪]

৪. ইরফান হাবিবের মুঘল ম্যাপে 'Sersabad' বানান প্রসঙ্গ:

উপরে যেমনটি আলোচনা করেছি, ইরফান হাবিব তাঁর *এটলাস*-এর নোটে আদি শব্দ সরসাবাদ নিয়ে আলোচনা করে বলেন : "Sersabad (24+, 88+) is written **Sarasabad** in the *Ain*, Cf. *Baharistan-i Ghaibi*, tr. I. 218" (পৃষ্ঠা ৪৩)।[১৫] কিন্তু, তাঁর ঐ গ্রন্থে ১১-এ নং রাজনৈতিক মানচিত্রে বাংলাপ্রদেশের অন্তর্ভূক্ত জন্নাতাবাদ (লক্ষ্ণৌতি/ গৌড়) সরকারের অধীন 'সরসাবাদ' জাওয়ারের বিভিন্ন মহালগুলি চিহ্নিত করতে গিয়ে ব্রিটিশ আমলে তথা পরবর্তীতে সর্বাধিক প্রচলিত/উচ্চারিত তথা বুকানন (Buchanan) কর্তৃক লিখিত Sersabad শব্দ-বানানকে ম্যাপে স্থান দিয়েছেন তিনি। তাঁর নোটে ইরফান হাবিব উল্লেখ করেছেন: "Buchanan has Sersabad…" (*এটলাস*, পৃষ্ঠা ৪৩)।[১৬]

ওয়ারেন হেস্টিংসের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৭৮৩ সালে ফ্রান্সিস গ্লাডউইন কর্তৃক লিখিত তথা ১৮০০ সালে প্রকাশিত *আঈনী আকবরী*-এর ইংরেজী অনুবাদে উল্লেখিত 'Sersabad' শব্দ-বানানটিকে অনুসরণ করেছেন ফ্রান্সিস বুকানন তাঁর ১৮১০-১২ সালের *পূর্ণিয়া একাউন্টস*-এ।[১৭-১৮] বলা বাহুল্য, গ্লাডউইন তাঁর ইংরেজী অনুবাদে *আঈনী আকবরী*-তে উল্লেখিত ব্যাক্তি ও স্থানের নাম অদ্‌ভুৎ সব ইংরেজী বানানে উল্লেখ করেছেন। শত উদাহরণের কয়েকটি হলো 'Akber' (আকবর), Sircar (সরকার), Jennetabad (জন্নাতাবাদ), Sersabad (সরসাবাদ) ইত্যাদি;[১৯] এখানে লক্ষণীয়, 'e' এবং 'i' স্বরবর্ণ দিয়ে বাংলা/হিন্দী 'অ' স্বরবর্ণের উচ্চারণ হয়েছে। এই বানান শৈলী অনুসরণ করে বুকানন গ্লাডউইনের অনুদিত আঈনী আকবরীর রিফারেন্স এইভাবে উল্লেখ করেছেন:

ESTATES IN SUBEH BENGAL. SERKAR JENNUTABAD.

1. **Sersabad** (Sersabad, Gladwin's *Ayeen Akbery*) is a very fine estate … (পৃ. ৪৫৪)[২০]

বুকাননের বানানগুলো লক্ষণীয়: Serkar (সরকার), Jennutabad (জন্নাতাবাদ), Sersabad (সরসাবাদ) যেখানে 'e' স্বরবর্ণ দিয়ে বাংলা/হিন্দী 'অ' স্বরবর্ণের উচ্চারণ হয়েছে। সুতরাং এই 'Sersabad'-এর মূল উচ্চারণ 'সরসাবাদ' (Sarsabad) রয়েছে। বুকানন কর্তৃক ব্যবহৃত এই ব্যাপারটি যে যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল তার প্রমাণ পাই *History of the British Colonies* গ্রন্থের লেখক এম. মার্টিনের সংশ্লিষ্ট গন্থে (১৮৩৮ খ্রী.)।[২১]

ইরফান হাবিব তাঁর মানচিত্রে (১১ নং শীটে) Sersabad শব্দ দিয়ে চিহ্নিত করেছেন সরসাবাদ জাওয়ার তথা মহালটিকে। স্বাভাবিক কারণেই ইনডেক্স হিসেবে Sersabad শব্দটিই স্থান পেয়েছে আলোচ্য এটলাসে। ফ্রান্সিস বুকানন যেহেতু সরকারী নির্দেশানুযায়ী পূর্ণিয়া জেলা সরেজমিনে সার্ভে করে তাঁর পূর্ণিয়া রিপোর্ট তৈরী করেছিলেন এবং যথেষ্ট গবেষণা লব্ধ তাঁর বর্ণনা, তাই স্থান ও স্থান-নামের চিহ্নিতকরণে বুকাননের তথ্যক প্রামাণ্য হিসেবে গুরুত্ব দিয়েছেন ইরফান হাবিব: *Since Buchanan was writing at a time when the affiliations of the various mahals with different sarkars must have been a matter of local knowledge, his identifications are usually difficult to ignore* (*এটলাস* ৪২)।[২২]

এখানে একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করা জরুরী যে, উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে Sersabad শব্দটিকে Shershabad রূপে লেখার প্রচলন শুরু হয়। জে. জে. পেম্বারটন তাঁর *Geographical and Statistical Report of the District of Maldah* (১৮৫৪) গ্রন্থে কোথাও Shershabad আবার কোথাও কোথাও Sheershahabad ব্যবহার করেছেন;[২৩] এখানেও গ্লাডউইনের বানান শৈলীর ছাপ দেখা যাচ্ছে, যেমন টাঁড়া সরকারের অধীন শেরশাহের নামঙ্কিত 'শেরশাহী' ও 'শেরপুর' মহলের ইংরেজী বানান গ্লাডউইন করেছেন 'Sheer Shahy' এবং 'Sheerpoor';[২৪] অর্থাৎ পেম্বারটন হয়তো 'e' দিয়ে 'অ' এবং 'ee' দিয়ে 'এ'-কার উচ্চারণ দেখাতে চেয়েছেন। পেম্বারটনের এই রকম শব্দ ব্যাবহার কিম্বা ল্যাম্বর্নের মালদা গেজেটীয়ারে (১৯১৮) উল্লেখিত Shershabad কিম্বা কার্টারের মালদার সেটলমেন্ট রিপোর্ট-এ (১৯৩৮) ব্যাবহৃত Shersabad শব্দ-বানানকে ইরফান হাবিব এখানে গুরুত্ব দেন নি। ধীরে ধীরে Shershabad শব্দ-বানান লিখিতরূপে প্রচলিত হলেও বাংলা জবানে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 'sh/শ'-এর উচ্চারণ 's/স'-এর মতই হয়। যেহেতু মুঘলোত্তর ব্রিটিশ যুগে প্রচলিত তথা গ্লাডউইন (১৮০০), বুকানন (১৮০৯-১০) এবং মার্টিন (১৮৩৮) কর্তৃক ব্যবহৃত Sersabad বানানের ঐতিহ্যটি মূল পার্শী ঐতিহাসিক গ্রন্থে লিখিত سرساباد (সরসাবাদ) শব্দের নিকটতম, সেইহেতু ইরফান হাবিব ম্যাপে এটি ব্যবহার করেছেন।

৫. 'সরসাবাদ' হতে 'শেরশাবাদ': শব্দ রুপান্তরের কাহিনী এবং জন বীমসের কাল্পনিক তত্ত্বের খণ্ডণ:

উনবিংশ শতাব্দীতে Sarsabad তথা Sersabad শব্দটিকে 'Shershahabad' রূপে লেখার বা পুনর্নির্মাণের প্রসঙ্গটিও ইরফান হাবিব তাঁর সংক্ষিপ্ত নোটের শেষে উল্লেখ করেছেন হান্টারের এবং জন বীমসের সুত্রে।[২৫] ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত উইলিয়াম হান্টারের *এ স্ট্যাটিস্টিক্যাল একাউন্ট অব বেঙ্গল* (৭ম খণ্ড)-এ স্থান পেয়েছে 'Shershahabad' শব্দটি[২৬] এবং জন বীমসের মত ব্রিটিশ লেখকগণ আদি মূল শব্দ রূপে ভাবতে শুরু করেছেন এটিকে।[২৭-২৮]

জন বীমস তাঁর "Notes on Akbar's Subahs" নিবন্ধে 'জাওয়ার-ই-সরসাবাদ'-এর ইংরেজী করেছেন 'Circle of Sarsabad'।[২৯] তিনি 'সরসাবাদ' ও 'শেরশাহাবাদ' নামের উপর যে গল্পটি ফেঁদেছেন সেটি যে তাঁর কল্পনাপ্রসূত একটি অনুমান তা স্বীকার করে তিনি বলেন: "This is merely a conjecture, but, I think, a probable one" (*প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৩)।[৩০] এই গল্পে তিনি বলেন:

১. সম্রাট আকবরের যাতে অসম্মান না হয় সেই জন্য তাঁর রাজস্ব উপদেষ্টা টোডরমল শেরশাহের নামাঙ্কিত 'শেরশাহাবাদ' (Shershahabad) শব্দের পরিবর্তে তৎকালে প্রচলিত জনপ্রিয় নাম 'Sarsabad' শব্দকেই বেছে নিয়েছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের আর্থিক নথি বা বহীতে (the financial account of the empire)।[৩১]

২. লোকমুখে বিকৃত নাম হল 'সরসাবাদ' যার কোনো মানে হয় না "….the popular corruption of the name Sarsabad, which conveyed no meaning…"।[৩২]

জন বীমসের এই গল্পের অসারতা আমরা এইভাবে খণ্ডণ করতে পারি:

১. জন বীমস তাঁর কথার সমর্থনে কোনো ঐতিহাসিক সূত্র উল্লেখ করতে পারেন নি। সম্রাট আকবরের কালে বা তার আগে 'শেরশাহাবাদ' (Shershahabad) স্থান-নামের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে গেলে সেই যুগের কোনো নথিপত্র বা গ্রন্থের সূত্র থাকা জরুরী যার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে ব্যার্থ হয়েছেন জন বীমস।

২. সরসাবাদ (Sarsabad) শব্দটি একটি বিকৃত এবং অর্থহীন নাম – এ কথার সমর্থনেও কোনো ঐতিহাসিক সূত্র উল্লেখ করতে পারেননি জন বীমস। বরং, উপরে আমরা ইরফান হাবিবের পাঠ-উচ্চারণ 'Sarasabad' (সরসাবাদ) থেকে যে অর্থ উদ্ধার করেছি তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। দেশীয় সংস্কৃত শব্দ 'সরস' এবং পার্শী শব্দ 'আবাদ'-এর মিলন-জাত 'সরসাবাদ' স্থান-নামটি দিয়ে এলাকটির নদী-মাতৃক প্রকৃতি, উর্বর মৃত্তিকা এবং মানুষের উপযুক্ত আবাদ-ভূমিকেই ঈঙ্গিত করে। সুতরাং, জন বীমসের কাল্পনিক যুক্তি ভিত্তিহীন।

জন বীমস তাঁর কথাকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে একটি অপযুক্তির অবতারণা করেছেন যে "মুঘলগণ শেরশাহের 'শাহ' উপাধি স্বীকার না করায় তাঁকে 'শের খান' নামেই সর্বদা উল্লেখ করা হতো" ব'লেই টোডরমল 'সরসাবাদ' শব্দটা ব্যবহার ক'রে থাকতে পারেন:

> On the restoration of the Moghul dynasty Sher Shah, as he was called during his reign, was of course regarded as an usurper, and his regal title was not acknowledged; he is always mentioned as Sher Khan.[৩৩]

টোডরমল (১৫০০-১৫৮৯) যিনি সম্রাট আকবরের অর্থমন্ত্রী ও পরামর্শদাতা ছিলেন, তাঁর সম্পর্কে এটা একটা কাল্পনিক আরোপ যে তিনি আকবরকে খুশী করার জন্য কোনো স্থান নামে শেরশাহের নাম দেখে সেটাকে পরিবর্তন করবেন বা বিকৃত কোনো নামে সেটিকে লিখবেন। কারণ, শেরশাহের প্রতি সম্রাট আকবর যে যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তার প্রমাণ এটাই যে, তাঁর নির্দেশেই শেরশাহের ইতিহাস *তাওয়ারিখ-ই-শের শাহী* লিখেন আব্বাস খান সারওয়ানী ১৫৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দে। অথচ আব্বাস খান সারওয়ানী ছিলেন শের শাহের বংশের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে সম্পর্কিত। শের শাহের কাছের মানুষ যাঁরা তখনও বেঁচে ছিলেন তাঁদের কাছ থেকে শুনে আব্বাস খান তাঁর ইতিহাসের সত্যায়ন করেছেন। এই কথাগুলো আব্বাস নিজেই লিখেছেন এই গ্রন্থে। শেরশাহের সব থেকে নির্ভরযোগ্য জীবন-ইতিহাস *তাওয়ারিখ-ই-শের শাহী* সরকারীভাবেই লিখিয়েছিলেন মহামতি আকবর। শেরশাহের বহু প্রশাসনিক পলিসিকে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন আকবর। বলা বাহুল্য, 'শের খান' যেহেতু তাঁর নাম সেইহেতু সেইনামেই তিনি বেশী উল্লেখিত হবেন, এটাই স্বাভাবিক। তবুও জন বীমসের "… he is **always** mentioned as Sher Khan" কথাটা সত্য নয়। কারণ, আকবরের নির্দেশে লিখিত আব্বাস খানের ঐ ইতিহাস-গ্রন্থে যেমন 'হুমায়ুনের' নামের আগে 'সম্রাট (Emperor)' কথাটা থাকলেও কখনো কখনো শুধু 'হুমায়ুন' লেখা আছে, তেমনি 'শের খান' নামটি বেশীর ভাগ লিখিত হলেও কোথাও কোথাও 'শের শাহ' শব্দটিও রয়েছে (উদাহরণ স্বরূপ দ্রষ্টব্য: *Tarikh-i-Sher Shahi*, tr. H. M. Eliot, 2nd Ed., Calcutta:1952, P. 77; Tr. B. P. Ambasthya, Patna: 1974, P. 450-53)[৩৪-৩৫]। এটি একটি উদাহরণ মাত্র এটা বুঝাতে যে 'শেরশাহ' শব্দটা মুঘল দরবারে নিষিদ্ধ ছিল না।

আসলে ব্রিটিশ-পূর্ব মুঘল ইতিহাসকে বিকৃত করার লক্ষ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক প্রজেক্টকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন জন বীমস তাঁর এ হেন কাল্পনিক কথনে, যিনি ব্যাক্তিগতভাবে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্ণবাদী (racist) ছিলেন এবং তার বহু প্রমাণ রয়েছে। জন বীমসের কথার ভুলটা আরো প্রকট হয় যখন দেখি *আঈনী আকবারী*-তে উল্লেখিত টাঁড়া সরকারের অধীন 'শেরশাহী' মহলটির বর্ণনা যার স্থান নির্ণয় জন বীমস করেছেন তাঁর উক্ত নিবন্ধে।[৩৬] প্রশ্ন উঠে, টোডরমল তাহলে শের খানের 'শাহ' নামাঙ্কিত 'শেরশাহী' মহলের নামটি কেন অটুট রেখেছিলেন। তা ছাড়া *আঈনী আকবারী*-তে 'শেরপুর', 'শেরগড়' ও 'শেরকোট' মহলগুলোও সঠিক বানানে শেরশাহের 'শের' নামের অস্তিত্ব প্রমাণ করছে। সুতরাং *আঈনী আকবারী* গ্রন্থে 'সরসাবাদ' শব্দের মধ্যে 'শেরশাহ' নামের অস্তিত্ব খোঁজার গল্পটা জন বীমসের নিজের কথায় 'merely a conjecture' বা ভিত্তিহীন কল্পনা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

সরসাবাদ (Sarsabad) শব্দ-নামটি যে অপ্রচলিত ছিল না সেটির প্রমাণ এই যে একই নামের বিভিন্ন স্থানাঞ্চল এখনো আছে, যেমন মুর্শিদাবাদের বহরমপুর ব্লকের সরসাবাদ গ্রাম, ঝাড়খণ্ডের দুমকা জেলার জামা ব্লকের সরসাবাদ গ্রাম তথা গ্রাম-পঞ্চায়েত এবং একই জেলারই কাঠিকুণ্ড ব্লকের ঝিকরা গ্রাম-পঞ্চায়েতের সরসাবাদ গ্রাম।

উপরের আলোচনার সার-সংক্ষেপ এই যে, *আঈনী আকবরী*-তে উল্লেখিত জাওয়ার (Circle/ Division) ও মহাল হিসাবে সরসাবাদ (Sarasabad/ Sarsabad) স্থান-নামটি সব চেয়ে পুরণো যার বিবর্তনের ধারাবাহিকতাকে ধরার চেষ্টা করেছেন ইরফান হাবিব তাঁর নোটে। তিনি বুকাননের (Buchanan) সূত্রে ঈঙ্গিত করেছেন, 'সরসাবাদ (Sarasabad/ Sarsabad)' নামটি পরবর্তীতে 'Sersabad' হয়েছে (এটলাস পৃ. ৪৩)। বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে, 'Sersabad' শব্দটি পরবর্তীতে বানান পরিবর্তনে 'Shershabad' হয়ে গেছে এবং শেষ ধাপে শেরশাহের নাম যুক্ত হয়ে 'শেরশাহাবাদ (Shershahabad)'-এ রূপান্তরিত হয়েছে।

নবাবী-ব্রিটিশ যুগে সৃষ্ট 'Shershabad' (শেরশাবাদ) নামটি ব্রিটিশ অফিসার/ লেখকদের মাধ্যমে পরে বেশী প্রচলিত হয়েছে। ঠিক অনুরূপ ভাবে, জনজাতির নাম হিসবে সরসাবাদিয়া ('সরসাবাদ' + '-ইয়া') শব্দের পরিবর্তে 'শেরশাবাদিয়া' শব্দটি বিংশ শতাব্দীর প্রথম চার দশকে ব্রিটিশ অফিসার/লেখকদের মাধ্যমে বেশী প্রচলিত হয়েছে যার অনুসরণই করেছেন স্বাধীনোত্তর কালের অফিসার/লেখকগণ। বলা বাহুল্য, কথ্যরূপে সরসাবাদিয়া (সরসাবাইদ্যা/

সরসাব্যাদ্যা) নামটি এখনো প্রচলিত রয়েছে মুর্শিদাবাদের লালগোলা ও ভগবানগোলা এলাকায় যা *আঈনী আকবারী* এবং *বাহারিস্তান-ই-গাইবী* খ্যাত 'সরসাবাদ' স্থান-নামের চিহ্ন বহন ক'রে চলেছে।

তথ্যসুত্র:

১. Abul-Fazl-i-'Allami. *Ain-i-Akbari* (Original Persian) Vol.-I (Part-II). Ed. H. Blochmann. Calcutta: 1872, P. 396.

২. Irfan Habib. *An Atlas of the Mughal Empire: Political and Economic Maps with Notes, Bibliography, and Index*. Oxford University Press, 1982.

৩. Irfan Habib. *Ibid*.

৪. *The Ain-I-Akbari* of Abul Fazl (Vol.-2). Tr. H. S. Jarret. Calcutta: 1891, P. 131.

৫. John Beams, "Notes on Akbar's Subahs," *The Journal of the Royal Asiatic Society*, London: 1896, P. 113.

৬. *Ain-i-Akbari* of Abul Fazl, Vol. II. Trans. H. S. Jarret and Annot. Jadunath Sarkar. Calcutta: Royal Asiatic Society of Bengal, 1949. P. 144.

৭. Irfan Habib. *Ibid*.

৮. Irfan Habib. *Ibid*.

৯. Mirza Nathan. *Baharistan-I-Ghaybi* (Vol. I). Tr. M. I. Borah. Gauhati: 1936. P. 218.

১০. Irfan Habib. *Ibid*.

১১. Mirza Nathan. *Ibid*.

১২. সুবিমল চন্দ্র মিত্র, *সরল বাঙ্গালা অভিধান*, কলিকাতা: ১৯৯৮, পৃ. ১২৭৯।

১৩. সুবিমল চন্দ্র মিত্র, *প্রাগুক্ত*।

১৪. আবদুল অহাব, "ইরফান হাবিবের মুঘল ম্যাপ: প্রসঙ্গ শেরশাবাদিয়া ইতিহাস," *শেরশাবাদের কাগচ* (শরৎ সংখ্যা ১৪২৮), পৃ. ১২।

১৫. Irfan Habib. *Ibid*.

১৬. Irfan Habib. *Ibid*.

১৭. Francis Gladwin (Trans.). *Ayeen Akbery or The Institutes of the Emperor Akber* (Vol.I & II). London, 1800.

১৮. Francis Buchanan. *An Account of the Purnea District in 1809-10*. Patna, 1928.

১৯. Francis Gladwin. *Ayeen Akbery or The Institutes of the Emperor Akber* (Vol. II). London: 1800. P. 192-93.

২০. Francis Buchanan. *Ibid.* P. 454.

২১. Montgomery Martin. *The History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India* (Vol-3; comprising the districts of Puranya, Ronggopur and Assam). London:1938. P. 303.

২২. Irfan Habib. *Ibid*. P. 42.

২৩. J. J. Pemberton. *Geographical and Statistical Report of the District of Maldah.* Calcutta: 1854. P. 2, 15, 19 etc.

২৪. Francis Gladwin. *Ibid* (Vol. II). P. 192.

২৫. Irfan Habib. *Ibid*. P. 43.

২৬. W. W. Hunter. A Statistical Account of Bengal (Vol. VII). London: 1876. P. 142 etc.

২৭. আবদুল অহাব, "শেরশাবাদ পরগণা ও শেরশাবাদিয়া জনজাতি: ঐতিহাসিক পরিচয়," *শেরশাবাদের কাগচ* (শরৎ সংখ্যা) ১৪২৭, পৃষ্ঠা ১১-১২।

২৮. আবদুল অহাব, "সরসাবাদ হতে শেরশাবাদিয়া: একটি স্থান ও তার জনজাতির নামের বিবর্তন," *শেরশাবাদের কাগচ* (হেমন্ত সংখ্যা) ১৪২৭, পৃষ্ঠা ২৫।

২৯. John Beams. "Notes on Akbar's Subahs", with reference to the Ain-i-Akbari [No. I: Bengal]." *The Journal of the Royal Asiatic Society*, London: 1896, P. 113.

৩০. John Beams. *Ibid*. P. 113.

৩১. John Beams. *Ibid*. P. 113.

৩২. John Beams. *Ibid*. P. 113.

৩৩. John Beams. *Ibid*. P. 113.

৩৪. Abbas Khan Sarwani. *Tarikh-i-Sher Shahi*. Tr. H. M. Eliot Calcutta: 1952 (2nd Ed.). P. 77.

৩৫. Abbas Khan Sarwani. *Tarikh-i-Ser Sahi*. Tr. B. P. Ambasthya, Patna: 1974, P. 450-53.

৩৬. John Beams. *Ibid*. P. 95.